102

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শামীমকে এক মাসের আটকাদেশ

অছাত্র বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল করতে পারবে না

—ঢাঃ বিঃ ভিসি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হলে মুজিববাদী ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমদের অনুগতদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রয়েছে। তবে গত শুক্রবার রাতে শহীদুল্লাহ হলে কয়েক রাউন্ড গুলী বর্ষণের পর হলগুলোতে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে। শামীম আহমদকে গতকাল এক মাসের

১১-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

ঢাঃ বিঃ ভিসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আটকাদেশ দেয়া হয়েছে। গতকাল ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সাথে এক বৈঠকে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে কোন অছাত্র-বহিরাগত অবস্থান করতে পারবে না। কোন বহিরাগত সন্ত্রাসী হল দখলের চেষ্টা চালালে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। চিহ্নিত বহিরাগত সন্ত্রাসীরা আবারও হল দখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে— ছাত্রলীগ নেতারা ভিসির কাছে এই অভিযোগ জানালে তিনি তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন,

কোন অস্ত্রধারী-সন্ত্রাসীই আর বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল করতে পারবে না। সাধারণ ছাত্ররাই হলে থাকবে, কোন অছাত্র নয়। ভিসি বলেন, পুলিশ হলগুলোতে ছাত্রদের নিরাপত্তা দিবে এবং বহিরাগতরা হামলা করতে পারবে না। তিনি ছাত্রলীগ নেতাদের বলেন, ইতোমধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যা সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন। ছাত্রলীগ নেতারা বাংলা বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমদকে বিনা কারণে গ্রেফতার করে আটকে রাখার বিষয়ে ভিসির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, তিনি তার অবস্থান থেকে এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নেবেন। তিনি হলগুলোকে অছাত্র-বহিরাগত মুক্ত রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন

শামীম আহমদ মুক্তি পরিষদ তার মুক্তির দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচী নিয়েছে

এদিকে, হলগুলো থেকে বিতাড়িত বহিরাগত ক্যাডাররা গত শুক্রবার রাতে কাওরান বাজারে একটি বস্তি এলাকায় তাদের কথিত গডফাদারের সাথে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হবার খবর পাওয়া গেছে। জানা যায়, সেখানে বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অবাঞ্ছিত ঐ গডফাদার সেই রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখলের জন্য হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত দেন। কিন্তু হলগুলোর গেটে পর্যাপ্ত আর্মড পুলিশ থাকায় এবং তাদের সম্ভাব্য হামলার খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তারা আর হল দখলের চেষ্টা চালাতে পারেনি। তবে সেই রাতে তাদের গাড়ি মহড়াকে গোয়েন্দা পুলিশ ধাওয়া করে। এদিকে হলগুলোতে ছাত্ররা এখনও বহিরাগতদের হামলার আশংকায় শংকিত। সাধারণ ছাত্ররা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বহিরাগতরাও হল দখলের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কর্মকান্ড এখনও স্থবির হয়ে আছে।

তরুণ নেতা-কর্মীরা এখনও বলছে তাদের নেতা ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শামীম আহমদের মুক্তি ছাড়া তারা ছাত্রলীগের কোন কর্মকান্ডে অংশ নেবে না। ফলে অছাত্র বহিরাগতদের পৃষ্ঠপোষক ছাত্রলীগের অছাত্র কেন্দ্রীয় নেতারাও এখন আর মধুর ক্যান্টিনে যান না।

এদিকে, গতকাল প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতারা শামীমের মুক্তি দাবী করেছেন। সকল হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক যুক্ত বিবৃতিতে শামীম আহমদের গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ করে রাখার নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়ার দাবী জানিয়েছেন। তারা হলগুলোকে যে কোন মূল্যে অছাত্র-বহিরাগতমুক্ত রাখার ব্যাপারে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।